

জাগরণ আগরতলা ২৪ অক্টোবর ২০২৪ ইং
৭ কার্তিক, বহুম্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গদু

ଆଗରାତ୍ମକା ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ ୯
୭ କାର୍ତ୍ତିକ, ବୃଦ୍ଧପ୍ରତିବାର, ୧୫୩୧ ବଙ୍ଗାର୍ଦ୍ଦ

চিন-পাকিস্তানকে খোঁচা

ভারত বরাবরই শাস্তির পথপ্রদর্শক। শাস্তি সম্প্রতির ওপর ভিত্তি
করিয়াই ভারত জগত সভার শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিতে চায়। ভারতের
এই মূল মন্ত্রই দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতেছে বলিয়া
উল্লেখ করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। ১৬তম বিক্স সম্মেলনে সম্মাসবাদের
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানাইলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
মোদি। ভাষণে তিনি ফেরে স্পষ্ট করিয়া দেন যে ভারত আলোচনা
এবং কৃটনৈতিক পদক্ষেপকে সমর্থন করে, যুদ্ধকে নয়। তারে সম্মাসবাদ
দমনে দিচারিতার বিষয়েও সতর্ক করিয়াছেন মোদি। তবে এই
'দিচারিতা'র কথা তিনি চিন ও পাকিস্তানের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন
বলিয়া মনে করিতেছেন অনেকে। কারণ কয়েক বছর আগে
রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিয়ে ভারত বেশ কয়েকজন পাক জঙ্গির
বিরুদ্ধে প্রত্যাহ আনিলেও চিনের ভেটোর কারণে তাহা পাশ হইতে
পারেনি। তাই মোদির এই মন্তব্য যথেষ্ট তাংপর্যপূর্ণ বলেই মনে
করা হইতেছে।
সম্মাসবাদ ও সম্মাসে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইলে আমাদের

অবশ্যই সংকলন ও ঐক্যের সঙ্গে একত্রে কাজ করিতে হইবে। এই ধরনের গুরুতর বিষয়ে দিচারিতার কোনও জায়গা নাই। আমাদের দেশের তরণদের মধ্যে মৌলিকাদ প্রতিরোধে আমাদের সক্রিয়ভাবে পদক্ষেপ নিতে হইবে। রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত কনভেনশনের মুলতুবি থাকা ইস্যুতে আমাদের একসঙ্গে কাজ করিতে হইবে ব্রিকস সম্মেলনে বাশিয়া, চিন সহ অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর উপস্থিতিতেই তিনি এই বক্তব্য রাখেন রাশিয়ার কাজান শহরে ব্রিকস সম্মেলনের মাঝেই রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট ভাদ্যমির পুত্রিন ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেফিয়ানের সঙ্গে আলাদা করিয়া দিপাক্ষিক বৈঠকে বেসন মোদি বুধবার চিনা প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের সঙ্গে দিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সীমান্তে শাস্তি ও স্থিতাবস্থাই ভারতের অগ্রাধিকার। রাশিয়ার কাজানে চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে একথা স্পষ্ট করিয়া দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত প্রায় ৫ বছর ধরিয়া ভারত-চিন সীমান্তের পূর্ব লাদাখ সহ বিস্তৃত এলাকায় দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত নিয়া যে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হইয়াছে, তাহা কাম্য নয় বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন মোদি। পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে পূর্ব লাদাখে সীমান্তে উইলদারি নিয়ে সম্প্রতি যে চুক্তি হইয়াছে তাকেও সাগত জানাইয়াছেন মোদি।
বৈঠক চলাকালীন মোদি ভারত ও চিনের সম্পর্কের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি ভারত-চিনের মধ্যে সুসম্পর্ক

କାନ୍ଦିରା ବେଳେ, ଆମରା ଯାବାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଟିକିଲେଖିଲୁଗ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଦୁଇ ଦେଶରେ ମାନୁଷେର ଜନ୍ୟ ଜରକିରି ତାଇ ନୟ, ବେର ବିଶ୍ଵାସିତି, ହିତାବହୁ ଓ ଉତ୍ସବନେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜନୀୟ' ମୋଦିର କଥାଯା, 'ପାରାପ୍ରିରିକ ବିଶ୍ଵାସ, ସମ୍ମାନ, ଓ ସମ୍ପର୍କାତରତା ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କେର ଭିତ୍ତି।

ମୋଦି ଜିନପିଂ ବୈଠକେ ପର ବିଦେଶମନ୍ତ୍ରକେର ତରଫେ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରିଯା ବଲ୍ଲା ହୁଏ : ‘ପଞ୍ଚାନନ୍ଦମ୍ଭୀ ମୋଦି ଓ ଶି ଜିନପିଂ’ର ମଧ୍ୟେ ଆଲୋଚନା

କାର୍ଯ୍ୟା ବଳା ହୁଏ, ପ୍ରାଣମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶି ଜାଗାପଂଥରେ ମଧ୍ୟେ ଆଲୋଚନା ଭାରତ ଚିନ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ କରିଯା ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମାନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟଗୁଲିତେ ତୀ ସୀମାବନ୍ଦ ଛିଲ । ଏହାଡ଼ାଓ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକେ ଆରାମ ମର୍ଜନ୍ବୁଦ୍ଧ କରା ନିଯମେ ବୈଠକ କଥା ହୁଏ । ଦୁଇ ଦେଶରେ ବିଦେଶମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟାନେ ବୈଠକରେ ମାଧ୍ୟମେ ସହସ୍ରାଗିତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦିପାକ୍ଷିକ ବିଷୟଗୁଲି ନିଯମ ଆଲୋଚନାଯା ଏକମତ ହରେଛେ ।

ବୁଧିବାର ବିକେଳେ ରାଶିଫଳକୁ ଦିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକେ ବସେନ ଚିନେର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶି ଜିନପିଂ ଓ ଭାରତରେ ଥାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏର ଆଗେ ୨୦୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚିଆର ୧୨ ଅକ୍ଟୋବର ଭାରତର ମାମାଙ୍ଗାପୁରମେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାର ଶେଷ ବୈଠକ ହୁଏ । ତାତେବେ ସଥେଷ୍ଟ ହଦାତା ଓ ବସ୍ତୁତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛବି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଓ ପରେ ପରିହିତି ବଦଳେ ଯାଏ । ଏର ମଧ୍ୟେ ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ଘଟେ ଗିଯେଛେ ଗାଲାଓ୍ୟାନ ସଂଘରେର ଘଟନା । ଯା ଦୁଇଦେଶର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ପର୍କେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ଫେଲେ ।

ତବେ ଗତ କଯେକଦିନ ଧରେଇ ଭାରତ ଚିନ ସମ୍ପର୍କର ଉନ୍ନତିର ଖରବ ମିଳାଇଲା । ପୂର୍ବ ଲାଦାଖ ସୀମାନ୍ତେ ଟହଲଦାରି ନିଯମେ ଦୁଇ ଦେଶର ମଧ୍ୟେ ସଂଘାତ ମିଟେ ଯାଓଯାଇଛି ହିନ୍ଦିତ ମିଳାଇଛେ । ଭାରତରେ ବିଦେଶ ସଚିବ ବିକର୍ମ

১৯৮০ তারিখে বাংলার স্বতন্ত্র পদক্ষেপের আন্তর্ভুক্ত পাঠ্যবিষয়ে এম. মিসির জানান, ২০২০ সালের এপ্রিল-মে থেকে যে সংগ্রাম শুরু হইয়াছিল, তাহাকে অবসান ঘটাইয়া প্রকৃত নিয়ন্ত্রণেরখে বরাবর উহুলদারির সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একমতে পৌছাইয়ে ন্যায়দালিলা এবং বেজিং। এরপরই রাশিয়ায় মোদি-জিনপিং বৈঠকের সূচি ঠিক হয়। সেখানে ভারতের অবস্থান আরও স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন মোদি।

বঙ্গল ভেঙে বিপর্যয়

বেঙ্গলুরুতে; উদ্ধারকাজ জনি শৈরিং টাইপ একশন

জার, জাবত উদ্ধার একজন
বেঙ্গলুরং, ২৩ অস্ট্রোবর (হি.স.): কথায় আছে, 'রাখে হরি তো মা
কে' বহুল প্রচলিত এই প্রবাদবাক্য আবারও সত্য প্রমাণিত হল। প্রায় :
ঘণ্টা পর বেঙ্গলুরুতে ভেঙে পড়া নির্মায়মান বহুতলের ধ্বংসস্তুপ থে
জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হলেন এক ব্যক্তি। পেশায় শ্রমিক আয়াজ না
ওই ব্যক্তিকে প্রায় ১৬ ঘণ্টা ধরে উদ্ধারকাজ চালানোর পর বুধবার সকা
উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে বেঙ্গলুরুর পূর্বাঞ্চলে হোরাম
আগামা এলাকায় একটি নির্মায়মান বহুতল ভেঙে পড়ে। ৭-ত
নির্মায়মান ওই বহুতলটি ভেঙে একজনের মৃত্যু হয়েছে। যে সময় বহুতল
ভেঙে পড়ে, তখন অনেক শ্রমিক কাজ করছিলেন। হড়মড়িয়ে ভে
পড়ার শ্রমিকেরা চাপা পড়ে যান। কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়ে
ইতিমধ্যেই, বুধবার সকালেই জীবিত অবস্থায় আরও একজনকে উদ্ধ

ନୟାଡ଼ାୟ ଗାଡ଼ି ଥିକେ ଉଦ୍ଧାର ଅଗ୍ରିଦିକ୍ଷ

ମେହେ ଏହି ବନ୍ଦ ପଲିଶ ଫୋର୍ମେ

ନୟାଡା, ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର (ହିସେ): ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୟାଡା ଆଣ୍ଟନେ ପାଇଁ

যাওয়া গাড়ির ভিতর থেকে উদ্বার হল এক ব্যক্তির অশ্বিদন্ধ দেহ। মুরে
বাস সাথে যান্ত। তিনি শেক্ষণের পথে বাসিন্দা। বেঁধুরা সকালে প্রতিক্রিয়া

নাম - সংজ্ঞয় যাদব। তান গাজিয়াবাদের বাসিন্দা। বুধবার সকালে এডোস (প্রেটার নয়ডা) অশোক কুমার বলেছেন, মঙ্গলবার রাতে দাদারি থেকে এলাকায় আগুণ পুড়ে যাওয়া একটি গাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। পুলিশ ফরেলিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ওই গাড়ির ভিতর থেকে সংজ্ঞয় যানামে একজনের দেহ উদ্ধার হয়। তিনি গাজিয়াবাদের বাসিন্দা অশোক কুমার নাম এই পুলিশ কর্তা আরও জানিয়েছেন, মৃতের পরিব জানিয়েছে, সংজ্ঞয় তাঁর দুই বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিল এবং গয়না নিয়ে বিস্ময় ছিল। দুই বন্ধুকে আটিক করা হয়েছে। একটি অভিযোগ নথিভু

করা হয়েছে এবং আরও তদন্ত চলছে।' **রেশন দুর্নীতি মামলায় ফের তৎপর ইডি,** কলকাতা-সহ কয়েকটি স্থানে জোরদার তল্লাশি কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (ই.স.): রেশন দুর্নীতি মামলায় আবারও তৎপর হয়ে উঠল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার সকাল থেকে কলকাতা-সহ কয়েকটি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযানে নেমেছেন ইডি আধিকারিকরা। ইডি সুন্দরের খবর, কলকাতা ও হাওড়া-সহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সুন্দরের খবর, মোট ১৪ জায়গায় একযোগে হাত দিয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা কলকাতার বাঙ্গুলে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে চলছে তল্লাশি। মহেন্দ্র আগরওয়াল নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে কী যোগ রায়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। বাঙ্গুর এলাকাতেই ওই ব্যবসায়ীর দুটি বাড়ি আছে। একযোগে দুজ্যাগাতেই তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এছাড়াও হাওড়ার পাঁচলার এরেশন ডিলারের লাইসেন্সে হানা দিয়েছে ইডি-র অন্য একটি দল।

আমাদের কি আদোও কোনো নেতৃত্ব শিক্ষা আছে?

ନିଶ୍ଚିଥ ସିଂହ ରାୟ

পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে বা বঙ্গেও সাক্ষরতা মাপা হয় মাতৃভাষা বা যেকোন একটি ভাষায় লিখতে ও পড়তে পাড়ার ক্ষমতাকে। যদিও ১৯৫০ সালের আগে পর্যন্ত একটি ভাষার অক্ষর জ্ঞানকেই সাক্ষর বলা হতো। আর শিক্ষিতের হার মাপা হয় পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা। যাঁর যত বেশি পুঁথিগত বিদ্যা তিনি তত বেশি শিক্ষিত। আমরা এখানে যে নেতৃত্ব শিক্ষার আলোচনা করছি তা কিন্তু এই পুঁথিগত শিক্ষার অঙ্গ নয়। পুঁথিগত শিক্ষা বা বিদ্যা মানুষের জীবনের সামগ্রিক শিক্ষার একটা অঙ্গ মাত্র। হাঁ, এটা সত্য পুঁথিগত শিক্ষা হয়তো মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে আরও ক্ষুধারণ করতে পারে। কিন্তু আসল শিক্ষা বা নেতৃত্ব শিক্ষা হচ্ছে মানুষ মানুষের সাথে কিরকম আচরণ করে তা। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে কঠটা সম্মান দেয় তা। প্রতিটি মানুষকে তাঁর যথাযথ সম্মান দেওয়াটাই হচ্ছে আসল শিক্ষা। আর এই সম্মানবোধ কিন্তু জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা বয়সের ওপর নির্ভর করে না। এটা নির্ভর করে যিনি সম্মান দিচ্ছেন তাঁর ওপরে। হ্যাঁ, যিনি সম্মান পাচ্ছেন তাঁর অভিব্যক্তিটাও খুব প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন তা দুর্বোধন ও যুধিষ্ঠিরকে দেখলেই বোঝা যাবে। দুর্বোধন বারংবার অন্যায় করার পরে কৃষ তাঁকে শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন। দুর্বোধন যখন শিশু বয়স থেকে একের পর এক অন্যায় করে গেছেন তখন ধূতরাষ্ট্র পুত্র মেহে অঙ্গ হয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া তো দূর অস্থ কোনোদিন বিরতও করেননি। সেকারণে তাঁর ধূংৎস হয়েছে কিন্তু যুধিষ্ঠির কোনোদিন তাঁর সততা থেকে সরেননি তাই তাঁকে সহায়তা করতে স্বয়ং ভগবানের অবতার হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আসতে হয়েছে ধৰাধামে। আর দুর্বোধনকে তাঁর পাপস্বরূপ দড় দিয়েছে। মানে আমি অপরের থেকে ঠিক যেরকম ভাল আচরণ আশা করি আমিও ঠিক সেরকম আচরণ অপরকে দিতে বাধ্য। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি যে আচরণ অপরের থেকে আশা করি সেই আচরণ নিজেরা দিই না করি? উভয় একটাই। না। তাহলে আমরা অপরের থেকে যা প্রত্যাশা করি সেটা কিন্তু নিজেরা দিই না। এটাই হচ্ছে আমাদের দোষ বা মুখামী। একারণেই সেই ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি ‘সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার’। গঙ্গাসাগর একবার কেন? কেননা খুব দুর্গম। সাগর পেরিয়ে সে তীর্থে যেতে হয়। স্কুলের শেষসীমায় পৌঁছে যখন রবীন্দ্রনাথের ‘দেবতার থাস’ বা বক্ষিমচ দ্রের ‘ক পালকু গুলা’র নবকুমারের কাহিনি পড়েছি, তখন কেমন যেন গঙ্গাসাগর নিয়ে একটা সমীহ ভাব। ওই বয়েসে তীর্থ মাহাত্ম্যের থেকে তীর্থে পৌঁছোনাটাই বড়ে কথা। একটু বড়ে হয়ে সেই ভয়মিশ্রিত ভক্তি আর থাকেনি। যত দিন গড়িয়েছে, যাতায়াতের সুবিধাও অনেক বেড়েছে। মেলার সময় বার দুয়োক গিয়েছি, অন্য সময়ে বেশ কয়েকবার। মেলার সময় কার কথাটাই বলি। কাকাদীপ হয়েও গঙ্গাসাগর যাওয়া যায়, আবার নামখনা দিয়েও যাওয়া যায়। দু'বার দু'দিক দিয়েই গিয়েছি। তবে ভিড় দুদিকেই। একবার বাসে যাওয়ার অভিজ্ঞতা এরকম ডায়মন্ডহারবার থেকে বাসে উঠেছি। প্রচণ্ড ভিড়, দাঁড়নো যায় না। এর মধ্যে বাস কভারটার বেশি ভাড়া ছাইছে। মেলার জ্য যে বাসে বেশি ভাড়া দিতে হবে, বেশিরভাগ যাত্রীই তা জানে না। তাই নিয়েই বচসা শুরু হয়েছে। উপায়স্তর না দেখে বোধহয় বাস একটা পুলিশ চোকির সামনে এসে থামল। দু'জন পুলিশ এসে কয়েকজন যাত্রীকে ধরে নিয়ে গেল। তাদের মধ্যে আমিও আছি। তা কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ চলল। প্রেস কার্ডটা দেখাতে অবশ্য ছেড়ে দিল। এমন হ্যাপা পেরিয়ে যখন

নামখানায় পৌঁছালাম, তখন লাপ্পের জন্য দীর্ঘ লাইন। শীতকাল রাত প্রায় ছটা। শৈয়ামেশ যখন সাগরে পৌঁছলাম, তখন ঘড়ির কাঁটা এগারোটার আশেপাশে তবে আলোর অভাব নেইফ্লাইলাইটের আলোয় বালমুক করছে। সারি সারি চট দিয়ে ঘেরে ছাউনি। নীচে খড় পাতা তীর্থযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা। তবে পয়সা ফেললে হোটেলও আছে হাল আমলের কথা বলতে পারে না, বছর পনেরো-কুড়ি আগে হোটেলের সংখ্যাও বেশি ছিল না আমি অবশ্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডেরাতেই মাথা গুঁজলাম। তা, ওহু রাতেই আরবিন্দদর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি তার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। ভোরবেল একসঙ্গেই সাগর-স্নানে যাওয়া ছিল হলো। একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম আত রাতেও তীর্থযাত্রীদের আসার বিবাম নাই। বেশির ভাগই বয়স্ক পুঁচ-ছয়জনের এক একটা গ্রুপ সঙ্গে ব্যাগপ্রস্তর, পোঁটলা। সে বছরে কুস্তমেলা ছিল না তাই ভিন্ন রাজ্যের মানুষবাও এসেছেন বিশেষত উত্তর ভারত থেকে। তার দলবেঁধে এক একটা ছাউনিতে আশ্রয় নিয়েছেন।

রাতের অন্ধকারটা সবে ফিকে হতে শুরু করেছে। তখন থেকেই কানে আসছের হর গঙ্গে, গঙ্গা মাটি কী কপিল বাবা কী। বাঁলার এই একটাই তীর্থক্ষেত্র যেখানে একটা বিশেষ তিথিতে হলেও ভারতবর্ষের নানা প্রাস্তের মানব পগ্ন স্নানের

দেখতে পাইছ কি আমরা? এই আচার, শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কৃতির এতটা অধিঃপতন কি একটা জাতিকে কোন দিশা দেখাতে পারে? এইগুলির অধিঃপতন মানেই একটা জাতির পতন। সেই জাতি মেরঞ্জণ ভেঙে একেবারে শুয়ে যাবে। মেরঞ্জণ ভেঙে গেলেও মানুষ হয়ত বাঁচে কিন্তু চলৎক্ষিণইন হয়ে অর্থাৎ একেবারে শুয়ে পড়ে, তাকে কি যথার্থ বাঁচা বলে? এখানেও তাই হবে, বাঙালি জাতি হয়ত রেঁচে থাকবে কিন্তু থাকবে না তার বিবেক, বুদ্ধি, নীতি। একে কি বাঁচা বলা যায়? যেহেতু, আমরা এখন গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে চলাছি তাই সাধারণ ভাবে আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবন দুটিরই গতি প্রকৃতি নীতি নির্ধারিত হচ্ছে সরকার দ্বারা আরও ভালো ভাবে বললে শাসিত হচ্ছি রাজনৈতিক দলের দ্বারা। সরকার পরিচালিত হয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা। আবার এই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জনকে নির্বাচন করে সরকারি নীতি নির্ধারণ করিটিতে রাখেন মানে তাঁরাই মন্ত্রী সভার সদস্য- সদসা হয়ে পুরো জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। আর এটাই তো গণতন্ত্রের স্তুতি বা নিয়ম। তাহলে গণতন্ত্রে মূল কথা হচ্ছে জনগণ পরিচালিত বা শাসিত হল জনগণেড দ্বারা জনগণেরই মধ্যে শ্রেষ্ঠ জনপ্রতিনিধি দ্বারা। হ্যাঁ, এটাই হওয়ার কথা ছিল।

হ্যাঁ, আপত্তিস্থিতে হচ্ছে ও তাই কিন্তু প্রতিনিধিরের মান বা এনারাই কি শ্রেষ্ঠ? নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি? নিরপেক্ষ যে কোন মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন। উত্তর পাবেন না। তার মানে আমরা যাদের নির্বাচিত করছি তাঁরা আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি নন। একেবারে গোড়ায় গলদ। এখানে দুটো কথা। আমরা যখন নির্বাচিত করছি তখন তাঁরা সৎ বিবেচক ছিলেন কিন্তু ক্ষমতার অলিন্দে গিয়ে তাঁরা অসৎ, অবিবেচক হয়ে যাচ্ছেন। আর একটা দিক সাদারণ জনগণই বিবেকীয়, বুদ্ধিমত্তা তাই তাঁরা সঠিক মানুষকে নির্বাচিত করতে পারছেন না। যেদিক দিয়েই বলি, যেমন, হাঁড়ির একটা চাল সেদু হলেই আমরা ধরে নিই হাঁড়ির সব চাল সেদু (ভাত) হয়ে গেছে, তেমনি এক্ষেত্রে বলা যায় এই রোগটা তাঁদের বা আমাদেরক তাকাতে তিনি বললেন, ‘প্রমাণা ভাবাৎ ঈশ্বর নাস্তি’ প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর নেই। আর কথাটা বলেই তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, যিনি বলেছেন ঈশ্বর নেই, তাকেই ঈশ্বর বানিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক এখন পূজা করছে। বুঝলে, এটা ভারতবর্ষ। এখানকার মানুষ সর্বভূতে ঈশ্বর দেখে। এখানে তোমার কমিউনিজম চলবে? তা গঙ্গাসাগর মেলায় এসে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেল। গঙ্গাসাগরের জল গঙ্গার মতোই অনেকটা ঘোলাটে। সমুদ্রের নীলবর্ণ সেখানে নেই। ঢেউও পুরী বা দীঘীর মতো অতটা উত্তল নয়। তা উত্তল না হলে কী হবে। আমরা একাত্মা যজ্ঞের রথথাত্রার সময় এই এখানে দাঁড়িয়েই একসঙ্গে গেয়ে ছিলাম ‘উত্তল তরঙ্গ বেষ্টিত বক্ষে দক্ষিণে জলধি নাহি ভয়’। সেই ১৯৮৩ সালে গঙ্গাবারি নিয়ে। সারাদেশে যে জাগরণ দেখা গিয়েছিল, তা আজও অনেকের স্মরণে আছে। তারই একটি রথথাত্রার সূচনা হয়েছিল এই গঙ্গাসাগরে। সেই যাত্রার সূচনা পর্বের দায়িত্ব ছিল আমাদের কয়েকজন বন্ধুর ঘাড়ে। সেই কাকভোর থেকেই স্থানের জন্য সমুদ্রে মানুষের ঢল নেমেছে। তবে এখন ভাট্টার টান। অনেকটা হেঁটে যেতে হচ্ছে। শীত যে কাউকে কাবু করতে পাবেনি তা তাদের ‘বড় তাকাতে পাবেনি কে জন দেখাতে পারে? এইগুলির অধিঃপতন মানেই একটা জাতির পতন। সেই জাতি মেরঞ্জণ ভেঙে একেবারে শুয়ে যাবে। মেরঞ্জণ ভেঙে গেলেও মানুষ হয়ত বাঁচে কিন্তু চলৎক্ষিণইন হয়ে অর্থাৎ একেবারে শুয়ে পড়ে, তাকে কি যথার্থ বাঁচা বলে? এখানেও তাই হবে, বাঙালি জাতি হয়ত রেঁচে থাকবে কিন্তু থাকবে না তার বিবেক, বুদ্ধি, নীতি। একে কি বাঁচা বলা যায়? যেহেতু, আমরা এখন যা কিছু করানো তা একেবারে সাময়িক কিছু পাওয়ার লোভে। সত্য সাময়িকভাবে হারতে পারে আমরা যিথ্যাত্মক কথনও চিরস্থায়ী ভাবে জিততে পারে না। আর ভারতীয় আধ্যাত্মিক বোধের প্রথম কথাটা হচ্ছেনিঃলোভ কাম বা কাজ করার কথা। তাই এরা কখনেও চিরস্থায়ী ভাবে জিততে পারে না। উন্নতির সোগানকে আমরা এখন ধ্যান জ্ঞান করে নিয়েছি যেনতেন প্রকারেণ একটা চাকরির হতে তো কথাই নেই। আব ব্যবসা এমন ব্যবসা করব যেটা কোন উদ্যোগপতির নয়, দালাল বটেড়িং-এর। এই পদলোভ-সমাজটা তৈরি হয়েছে অনেক আগেই। তা বাড়তে বাড়তে আমরা তার প্রকট নগ্ন রূপ এখন দেখছি পাইছি। চরম প্রগতিশীল মানুষও মানে যাকে আমরা একদিন প্রগতিশীল বা অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ জানতাম তিনিই এখন দাসানুদাস পরিণত হয়ে যাচ্ছেন সামান্য কিছু টাকা, পর্যবেক্ষণের লোভে। এটাই এখন সামাজিক বীতি। বুদ্ধি হয়ে এনাদের আছে, কিন্তু বিবেক নীতি। বিবেক সম্পূর্ণ মানুষ। এতদিন ধরে জানতাম জাতি মেরঞ্জণ হচ্ছে শিক্ষা। সেই শিক্ষাটা আনে চেতনা। আর আজ সেই শিক্ষার এ কি অবস্থা। আজকে ছোট ছাত্রীদের মূল্যায়নের কোন ব্যবস্থা আছে কি? এখন তে সরকারি অনুদান নেবার জন্য স্কুলে ভীড়। আমার সত্য অবস্থা বুদ্ধি নেই কিন্তু বাস্তব দেখে একটা মনে হয়েছে বিদ্যালয় পড়াশোনার জায়গা, সেখানে ভাত, পিঁচুড়ি খাওয়ানো উচিত নয়। আরো মনে হয় বাংলাতে সবথেকে কম দিন স্কুল, কলেজে খোলা থাকে। এমনিতে সরকারি ছুটি, স্থানীয় অনুষ্ঠান, বাম টেনের ধর্মঘট তার ওপরে রাজনৈতিক কর্মসূচি। শিক্ষার জগতের ওপর শেষেরটিই এখন সবথেকে মারাত্মক প্রভাব (সোজন্য-দে :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় প্রতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বর্জন সম্পর্কে লেখকদের বাক্তিগত অভিযন্তা সম্পাদক এবজেন দ্বারা দায়ী রয়ে

ପ୍ରକାଶକ

ହୃଦୟକରମ

ରୂପକବିଦୀ

ପୌଟ ରାଙ୍ଗାତେ ରାମାୟନିକ ନୟ ଡରମା ରାଖତେ ପାରେନ ଡେଷଜେଣ

সাজগোজ কম হলেও, চুল যদি
পরিপাটি থাকে, ঠেঁটে থাকে
লিপস্টিকের ছাঁয়া, তবে দিবি
মানিয়ে যায়। কিন্তু কলেজ হোক
বা কর্মক্ষেত্র, প্রতিদিন সাজগোজে
যদি লিপস্টিক ব্যবহার করতে হয়,
তা হলে কিন্তু ঠেঁটের বারেটা
বেজে যেতে পারে। বাজারচলতি
বেশিরভাগ লিপস্টিকেই থাকে
কোনও না কোনও রাসায়নিক,
অস্থির।



কৃত্তিম রং।
প্রতি দিন ব্যবহারে তার প্রভাব
পড়তে পারে ঠেঁটে। একবার
ভাবুন তো, অনেক অনেক বছর
আগে যখন লিপস্টিকের নাম কেউ
শোনেননি, তখন কি মহিলারা
সাজতেন না! কী ভাবে? রকমারি
সজির রঙেই কিন্তু রাঙিয়ে ফেলতে
পারেন ঠেঁট। বাড়িতেই বানিয়ে
ফেলতে পারেন ভেষজ লিপস্টিক।
উপকরণ বিটের রস, নারকেল তেল

প্রগালী একটি পাত্রে ৫-৬ চামচ
বিটের রস নিয়ে ফ্রিজে রেখে ঠাণ্ডা
করে নিন। ঘটা খানকে পরে তার
সঙ্গে মিশিয়ে দিন ২ টেবিল চামচ
নারকেল তেল। মিশ্রণটি ফ্রিজে
ভরে রাখুন। জমাট বাঁধলে তা
দিয়েই রঙিন হবে ঠোঁট। বিট ও
নারকেল তেলের গুণে ঠোঁট হবে
মসৃণ, কোমল। তবে এই লিপস্টিক
কিস্ত ফ্রিজেই রাখতে হবে।
উপকরণ ২ চা চামচ অলিভ
অয়েল, ২-৩টি ব্র্যাক বেরি, ২-৩টি
স্পেরেরি, একমুঠো বেদানা প্রগালী
দুই ধরনের বেরি ও বেদানার রস
একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। যোগ
করান অলিভ অয়েল। একটি
ছোট কাচের পাত্রে মিশ্রণটি
চেলে ফ্রিজে ভরে নিন। জমাট

8

দিনের কে তা সামগ্ৰি

গরম ভাতে ঘি দিয়ে রসুন ভাজা।
ঠাণ্ডা লাগার ধাত থাকলে এই
পথ্যটি খেয়ে থাকেন অনেকেই।
সকালে খালি পেটে এক কোয়া
রসুন কাঁচাই চিবিয়ে খাওয়ার চলও
বহু দিনের। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা
বৃদ্ধি করতে সেই টেটিকাও ভাল।
তবে এই ধরনের পথ্য খাওয়ার
নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। খেতে হয়
পরিমিত পরিমাণে। তবেই তা
কুকে লাগে।

କାଜେ ଲାଗେ ।
ପୁଷ୍ଟିବିଦେରା ବଲଛେନ, କାଁଚା ରମ୍ଭନ
ଖାଓୟାର କଥା ବଲଲେ ସାଧାରଣତ
ସକାଳେର କଥାଇ ମନେ ହେଁ । ତରେ
ସାମାନ୍ୟକ ଭାବେ ଶରୀର ସୁହୁ ରାଖିତେ
ହଲେ ରମ୍ଭନ ଖେତେ ହବେ ଦୁମ୍ବରେ ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଗେର ଅନ୍ତରେ ଆଧ ଘଣ୍ଟା
ଆଗେ । ଉପକାରେର ଆଶାୟ ଆବାର
ବେଶି ପରିମାଣ ରମ୍ଭନ ଖେଯେ ନେଓୟାଓ
ବାଞ୍ଛନୀୟ ନାୟ । ପ୍ରାପ୍ତବସକ୍ରଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ
ତିନ କୋର୍ଯ୍ୟା ରମ୍ଭନ ଖାଓୟାଇ ଯାଥେଷ୍ଟ ।

A black and white photograph showing several heads of garlic and a few small onions on a rustic wooden surface. The garlic heads are of varying sizes, with one prominent head in the foreground showing its internal cloves and papery layers. A small, round onion is visible to the left. In the background, more garlic heads are scattered, along with some dried, crumbly herbs like thyme or rosemary.

প্রতি দিন দুপুরে তিন কোয়া রসুন
খেলে কী হবে?

১) রসুন রাঙ্গ পরিষ্কার রাখার কাজ
করে। বর্ষা ভরে নানা রকম
সংক্রমণ হয়। রোজ তিন কোয়া
রসুন এর জন্য যথেষ্ট।

২) শরীরের জমা টক্সিন দূর করতেও
সাহায্য করে রসুন। এক থাস ঈষদুষণ
জনে অর্ধেক পাতিলেবুর রস আর

তিন কোয়া রসুনকুচি গুলে খেলে
শরীর থেকে বেরিয়ে যায় ক্ষতিকর
পদার্থ।

৩) যাঁদের ঠাণ্ডা লাগার ধাত
রয়েছে, তাঁদের জন্য রসুন খুবই
উপকারী। থেঁতো করা রসুন ভলে
ফুটিয়ে, ছেঁকে নিতে হবে। তার
পর চায়ের মতো খেতে হবে।

৪) গরম ভাতের সঙ্গে যিয়ে ভাজি

সকাল না সন্ধ্যায় কখন হাঁটতে গেলে কৰবে ওজন ?

ওজন ঘারানোর যে বেশ কিছু পঞ্চা
রয়েছে, শরীরচর্চা তার মধ্যে
অন্যতম। তবে সকলেই যে জিমে
গিয়ে ঘাম ঘারাতে পছন্দ করেন,
তা নয়। অনেকে যোগাসনে ভরসা
রাখেন। বাড়িতেই ব্যায়াম করেন।
তবে সিংহভাগ মানুষ আবার ফিট
থাকতে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে
রাখতে হাঁটাহাঁটি বেশি পছন্দ
করেন। লিফের বদলে সিঁড়িতে
ওঠেন, বাড়ির অদূরের বাজার

ପାଯେ ହେଠେଇ ଚଲେ ଯାନ ।
କାଜର ମାବେ ହାଁଟାହାଁଟିର ଚେଯେଓ,
ହେଠେ ଘାମ ବାରାନୋ ବେଶ ଉପକାରୀ ।
ଦିନେର କୋନ୍ତା ଏକ ସମଯେ ଯଦି
କିଛୁ କ୍ଷମ ହାଁଟା ଯାଯା, ତା ହଲେ ଉପକାର
ପାଓଯା ଯାଯା । ସକାଳ ନା କି ସନ୍ଧ୍ୟା,
ହାଁଟାର ଆଦର୍ଶ ସମୟ ନିଯେ ନାନା
ଗବେଶଣା ହେୟେଛେ । କଥନ ହାଁଟିଲେ
ମିଳିବେ ବେଶ ସୁଫଳ ? ସକାଳେ
ହାଁଟାର ବାନ୍ଦକି କିଛି ମୁହଁଲ ବ୍ୟେଚେ ।



সকালের শুন্দি বাতাসে শ্বাস নিতে
নিতে হাঁটলে হাঁপানির সমস্যা
অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে।
হংস্পন্দনের হারও স্বাভাবিক
থাকে। সবচেয়ে বড় উপকার হল,
হজমের গোলমাল থেকে মুক্তি
পাওয়া যায়। হজমের সমস্যা দূরে
চলে যাওয়া মানে চিপচিপে হওয়া

সহজ হয়ে যায়। সকালের দিকে
হাঁটাহাঁটি করলে শরীর, মন এবং
কাজে গতি আসে। অনিদ্রাজনিত
সমস্যা থাকলেও সকালের দিকে
হাঁটলে সুফল পাওয়া যাবে।
সকালে সময় পান না, তাই সম্ভায়ার
কাজ থেকে ফিরে আনেকেই হাঁটতে
যান। সারা দিনের বাস্তবার শৈঘ্ৰে

হাঁটলে মানসিক চাপ অনেকটাই
কমে যায়। ক্লান্ত শরীরে ফিরে আসে
চনমনে ভাব। এমনকি ওজন
কমাত্তেও সন্ধ্যাবেলায় হাঁটার জুড়ি
মেলা ভার। তা ছাড়া সন্ধ্যায় সুর্বের
তাপও নেই। ফলে বেশি ক্ষণ
হাঁটলে ঝুঁতি কম হয়। সকালের
দিকে না কি সন্ধ্যায়, ওজন কমাতে
কোন সময়ে হাঁটবেন সেটা
অনেকেই বুঝতে পারেন না। তবে
বিভিন্ন গবেষণা জানাচ্ছে, হাঁটার
কোনও আদর্শ সময় নেই। দিনের
যে কোনও সময়ে হাঁটলেই
উপকার পাওয়া যাবে। কখন
হাঁটবেন, সেটা নির্ভর করছে
একমাত্র শরীরে উপর। সকালে
হাঁটতে যেতে যদি বেশি ইচ্ছা করে,
তা হলে তখনই যাওয়া উচিত।
আবার সন্ধ্যায় হাঁটলে বেশি
ঝরবারে লাগলে, হাঁটার জন্য এই
সময়টা বেছে নেওয়া যায়।

ইলিশ খেলে ৫ কঠিন রোগের ঝুঁকি ও কমে



থাকে। ফলে হাট থাকে সত্ত্ব। ১

খেলে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল
হয়। ঔষধিসিসে আক্রমণ হওয়ার
কুঁকি কমে। ৩) তেলযুক্ত মাছ
খেলে চোখের স্বাস্থ্য ভাল থাকে,
চোখ উজ্জ্বল হয়। বয়সকালে
দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসার সমস্যা
গোকাবিলা করতে পারে ওমেগা

নমনায় রাখতে সাহায্য করে। ৫)
বহু গবেষণায় দেখা গিয়েছে
সামুদ্রিক মাছ ফুসফুসের স্বাস্থ্য
ভাল রাখতে কার্যকরী। শিশুদের
ক্ষেত্রে হাঁপানি রোধ করতে পারে
ইলিশ মাছ। যাঁরা নিয়মিত মাছ
খান তাঁদের ফুসফুস অনেক বেশি
শক্তিশালী হয়।

—
—
—
—
—

শঙ্গ প্রকৃতকে ভালবাসার পাঠ কী ভাবে দেবেন বাবা-মাঝেরা ?

A black and white photograph capturing a moment of interaction between a woman and a young child. The woman, dressed in a light-colored sari, is leaning over, her face close to the child's. The child, wearing a patterned dress, is reaching out with their hands towards a bunch of flowers or leaves held by the woman. They are outdoors, surrounded by green plants and trees, suggesting a rural or garden setting. The lighting is soft, creating a gentle and intimate atmosphere.

ব্যবহার করা ইঞ্জিনের স্থুর-কাঁচি
থেকেও ছড়াতে পারে হেপাটাইটিস

লিভারের মারাঞ্চক অসুখই হল হেপাটাইটিস। মূলত লিভারের প্রদাহজনিত অসুখ যা ভাইবাসের সংক্রমণে হয়। বিশ্বজুড়েই থাবা বসিয়েছে হেপাটাইটিস। আমাদের দেশেও আক্রান্তের সংখ্যা কম নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হ) -র সমীক্ষা বলছে, ভারতে হেপাটাইটিস বি ও সি-এ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই রোগের বিভিন্ন ধরন আছে। হেপাটাইটিস-এ এবং ইসংক্রমিত হয় দুষ্যিত খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে। আর হেপাটাইটিস-বি, সি এবং ডি সংক্রমিত হয় বর্জনের মাধ্যমে। এই বিষয়ে সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অনিবার্য দলই বলছেন, শহর হোক বা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে, হেপাটাইটিস বি ও সি-এর সংক্রমণই বেশি। বিশেষ করে হেপাটাইটিস বি যা লিভার ক্যানসারের কারণ হতে পারে। মনে রাখতে হবে, হেপাটাইটিস বি ছড়ায় রক্ত ও দেহরসের মাধ্যমে। তাই যে কোরও ব্যবহারের ছুঁচ, ক্ষুর, টুথব্রাশ সংক্রমণের কারণ হয়ে উঠতে পারে। ভাইবাসটি হাওয়ায় না ছড়ালেও শরীরের বাইরে বেঁচে থাকে সাত দিন পর্যন্ত। ধরা যাক তুকলে, সবচেয়ে আগে লিভারে সংক্রমণ ছড়ায়। জিনিসের উপসর্গ দেখা দেয়। যদি সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হয়, তা হলে লিভারের জটিল অসুখ দেখা দিতে পারে।

এই হেপাটাইটিস দু'রকম হয় “অ্যাকিউট” হেপাটাইটিস ও “ভ্রনিক” হেপাটাইটিস। “অ্যাকিউট” সাধারণত হয় প্রাণ্যবস্থার প্রভাবে। জুব, খিদে কমে যাওয়া, ত্বকের রং হলদেটে হয়ে যাওয়া, হলুদ প্রস্তাব, এইসব লক্ষণ দেখা দেয়। শরীরের ভাইবাস ঢোকার ও স্পন্দন থেকে ৬ মাস পরেও

প্রতিষেধক নিতে হবে এবং নিয়মিত পরীক্ষা করাতে হবে। হেপাটাইটিস বি ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চিকিৎসা শুরু করা প্রয়োজন। অ্যাকিউট টি হেপাটাইটিসের ক্ষেত্রে কিছু ওমুখ এবং ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠা যায়। তবে নিয়মিত রক্ত পরীক্ষাকে করে দেখতে হবে হেপাটাইটিসের বি নেগেটিভ হয়েছে কি না। হেপাটাইটিস ভাইবাসের সংক্রমণে জিনিস হলে বেশিরভাগ মানুষই খাওয়া দাওয়া নিয়ে অ্যথা আশঙ্কা

ওয়া যাবে

৩) “ফেসিয়াল মাসাজ”-এর পরবর্তী ধাপ হল ফেন্স মাস্ক ব্যবহার করা। ত্বকের আর্দ্ধা ধরে রাখে এমন মাস্ক ব্যবহার করা জরুরি। ত্বকের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন মাস্ক ব্যবহার করা হয়। মাস্ক কেনার সময় সেগুলি দেখে নেওয়া জরুরি। ৪) ময়েশচারাইজারের ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। ত্বক রক্ষ এবং শুষ্ক থাকলে কোনও চেষ্টা কাজে আসবে না। তাই ময়েশচারাইজার দিয়ে ত্বক ভাল করে মালিশ করে নিন। তবে স্পো-এর ক্ষেত্রে শুধু মুখ নয়, সারা

কেউ কোথাও খুতু ফেলেছে এবং তাঁর শরীরে হেপটাইটিস বি-এর জীবাণু আছে, তা হলে তা অন্য কারও শরীরেও ছড়াতে পারে। অথবা কোনওভাবে শরীরে কোথাও কেটে গিয়ে রক্ত লেগে গিয়েছে, তার থেকেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে। সেলুনে ব্যবহার করা ক্ষুর, চিরগনি বা রেজার থেকেও সংক্রমণ ছড়ায় খুব বেশি। তাই এ সব ক্ষেত্রে সাবধান থাকতেই হবে। দেখা যায়, অনেক সময়ে রোগী তাঁর নিজের অজান্তেও রোগ বলা হয় “সাইলেন্ট ক্যারিয়ার”।

পর্যবেক্ষণে পারে উ পসর্গ। সংক্রমণের প্রথম ১ মাস থেকে ৩ মাস উ পসর্গের তীব্রতা থাকবে বেশি। “ত্বনিক” হেপটাইটিস মায়ের থেকে স্তনান্তের হতে পারে। চিকিৎসক জানাচ্ছেন, নিজে আক্রমণ না হয়েও হেপটাইটিসের জীবাণু বহন করেন অনেকে। সে ক্ষেত্রে সারাজীবন ভাইরাসটি শরীরের কোষের ভিতর থেকে যেতে পারে। সেই ব্যক্তির থেকে রোগও ছড়াতে পারে। একে ক্ষেত্রে শুধু মুখ নয়, সারা

আসতে পারে উ পসর্গ। ত্বনিক হেপটাইটিসের প্রথম ত্বনিক পেঁপে সেদু আর শিঞ্চিত না থেলে রোগ সারে না। শিঞ্চিত মাছের বদলে যে কোনও টাটকা মাছ, চিকেন, সবই খাওয়া যায়। হেপটাইটিস হলে বাড়ি বা স্বাভাবিক সব রান্নাই রোগী থেতে পারেন, তবে বেশি তেল মশলা খাওয়া চলবে না। এ সময়ে শরীরকে যতটা সন্তোষ ঠাস্তা রাখতে হয়। তাই আখেরে বস, কচি ডাবের জল, মৌরি-মিছরি ভেজানো জল খাওয়ানো উচিত। তবে ঠাস্তা লাগাব ধাত থাকলে

মৃত্যু হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের সামনেই ন্যূন্স ঘটনা ঘটলেও সময় মতো ঘটনাস্থলে উপস্থিতি এসেছে। জওয়ানেরা বাবুর নিয়ে আসার পথে কোনোরে উপস্থিতি ছান্নীয়ার মানুষ তাকে গণপিটুনি দিয়েছেন। তাতে, তাঁর বুকের পাতারে দেখে যাওয়ার পশাপাশি একটি চোর থেকে গেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল।

ওই ন্যূন্স ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ছুটি গিয়ে দুর্ভজনকেই উদ্ধার পথে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে গেছে। কিন্তু, কর্তব্যের তিকিনসকরা তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হইতে দুর্ভজনকেই তি বি হাসপাতালে স্থান্তর করেন। জি বি হাসপাতালে তিকিনসাধীন অবস্থায় গত ১৭ অক্টোবর হরিশংকর সাহার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর তিকিনসকরা তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হইতে দুর্ভজনকেই তি বি হাসপাতালে স্থান্তর করেন।

কিন্তু, ৪/৫ বছরের ল্যাপটপ প্যানিস রাখত। ফলে, টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবহার তাঁদের দাঙ্গায় গিয়েও কেনে কেজ হয়নি। তাঁরা রাখলেকে টাকা ফেরত দিয়েছেন।

অভিজ্ঞের মা দাবি করেছিলেন, বালক মাসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে বিকার চলছে তাঁর। হাটে ঔষুধের দেশকান মা-কে রেখে চলে গিয়েছিল রাখল। এরপরই এই হাটান তিনি পলিশের মেনে জানতে পেয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁর ছেলে অন্যায় করেছে এবং আইনভাবে বিচারের আভাস নিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হৈক।

কিন্তু, মানুষ সেনান আমানবিক মারাধরের ঘটনায় বিচার দিয়ে তাকে মৃত্যুর দিকে ঢেকে দিয়েছেন। তিনি জায়িয়েছিলেন, গণপিটুনিতে রাখলের বুকের পাতার ডেখেছে এবং একটি চোর থেকে গেছে। এছাড়া শরীরের অ্যান্য অংশেও ওরতর আয়ত পেয়েছে। তিনি ছেলেকে আমানবিক মারাধরের ঘটনায় বিচার চেয়েছেন।

এদিকে, আর সকালে জি বি হাসপাতালে তিকিনসাধীন অবস্থায় রাখতে মৃত্যু হয়েছে। ছেলের মৃত্যুতে সোনা পাথর হয়ে গেলেন তাঁর মা। এখন, ওইসিন গণপিটুনিতে যুক্তদের প্রেক্ষাতরের দাবি জেরালে হয়েছে। পুলিশ অবৰ্য এখনও গণপিটুনির ঘটনায় কাটকেই প্রেক্ষাতরের ক্ষেত্রে জিবিসের জ্যোতি আটক করেন। তবে, এখন হয়েতে পুলিশ তন্ত নতুনভাবে শুরু করবে।

রাজ্যের ৬ আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষণা

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (ই.স.): আগেই প্রার্থী ঘোষণা করেছিল বামফ্রন্ট। এবার রাজ্যের ছাঁচি আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করল বংশেস। আর জি কর আবাহে ভোটের মাঝামে দুর্দলী এককভাবে শক্তিপ্রাপ্তয়াক্ষয় নামে। ফলে বাম কংগ্রেসের জেটোরে সলেক্ষনে প্রক্ষেপ কোর্ক না।

আগামী ১৩ মন্তে রাজ্যের ৬ কেলেক প্রমোর্চান। সেওলি হচ্ছে—সিটাই, মাদারিহাট, নেহাটি, তালডাঁড়ারা, হাড়োয়া ও মেদিনীপুর।

জানা যাচ্ছে, সিতাই থেকে লড়বেন হরিহর রায়সিংহ, বিজেপির গড় মাদারিহাটের টিকিটে পেয়েছেন বিকার চাপ্রাপ্তি, নেহাটি প্রেমনাথ সরকার, তালডাঁড়ারা থেকে ময়মানেন ত্বরণবাস্তু সমিগ্রাহী, হাড়োয়ার হাসিল চৌধুরী ও মেদিনীপুরে লড়বেন শ্যামল কুমার রোয়।

বিশেষজ্ঞের একাংশের মতে, আর জি কর আবাহে শক্তি যাচাই করতে চাইছে বামের। 'দ্রো' ভোটের মরা গাঁও জোয়ার আনে কি না, ১০২৪-এর আগে সেটাই দেখেতে চাইছে তারা। আলিপুরুল সুরে খেবৰ, সিপিএ ব্যবরাবর হোটের পক্ষ। তাবে প্রলম্ব আপনিতে তালেকে কমপ্লেক্সে পোর্টে পোর্টে পোর্টে পোর্টে।

কুল মূলত এই দিনে দুর্দলী এবং সম্প্রদের দেবী।

কুরুরের পুজা: কুরুরেকে ধনের দেবতা হলে মনে করা হয়। তাই এই দিনে তাঁর পুজা করা হয়।

নতুন পেশাক পরায়: সিন্ধুরে পেশাকে বিষয়।

নতুনতেরাসের ইতিহাস

ধনতেরাসের পিছনে কয়েকটি জনপ্রিয় কাহিনী রয়েছে।

*বৰষতীয়ৰ আবিৰ্ভাৱ একদম জনপ্ৰিয় কাহিনী অনুযায়ী, সমুদ্র মহনেৰ সময়ে দেতাৰাৰ অৰুণেৰ কলস পেয়েছিলো। এই কলস হাতে ধৰে ধৰ্মতীরী নামে একজন আয়ুর্বেদীক পৰিদৰ্শক কৰে এবং সংকুল কৰে এবং সংকুল কৰে এবং সংকুল কৰে।

বৰষতীয়ৰ পুজা: সিন্ধুরে পেশাকে বাণী হৈক কৰে এবং সুখ আনে।

*নতুনতেরাসের পেশাকে পুজা কৰে এবং সুখ আনে।

*ন

